R. N. No. 2532/57 Phone No. 66-228, STD 03483 Regd. No.—WB/MSD— 4

আলমারী, চেয়ার এবং
যাবতীয় ষ্টীল সরঞ্জাম বিক্রেতা
বি কে
ষ্টীল ফার্ণিচার
অনুমোদিত বিক্রেতা ঃ ষ্টিলকো
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল
কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক
অনুমোদিত)
ফোন ঃ ৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৮৫শ বর্ষ
১৯শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ৬ই আশ্বিন বুধবার, ১৪০৫ সাল।
২৩শে সেপ্টেম্বর, ১৯৯৮ সাল।
নগদ মূল্য : ১ টাকা
বার্ষিক ৪০ টাকা

দীর্ঘমেয়াদী কোন পরিকল্পনার ঘোষণা নেই, জল শুকলেও শুকচ্ছে না মানুষের চোখের জল

বিশেষ সংবাদদাতা ঃ মহকুমার নীচু এলাকা বাদে সব এলাকা থেকে জল সরে গেছে। শুরু হয়েছে আন্ত্রিকের প্রকোপ। শহর, গ্রাম সর্বত্র দুর্গন্ধে ভরে গেছে। রাস্তাঘাটের কঙ্কাল বেরিয়ে পড়েছে। নদী বিশেষজ্ঞদের মতে নদীর গতিপথ পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক পরিবেশের শৃঙ্খলা ভঙ্গ এবং নদীর বুকে অসম্ভব পলি জমাই বন্যার প্রধান কারণ। এসব কারণে মহকুমা তথা জেলাবাসীকে ফি বছরই ভয়াবহ বন্যা মোকাবিলার জন্য তৈরী থাকতে হবে। তার মানে প্রতি বছর মন্ত্রীরা হেলিকপ্টার চড়ে জলবন্দী মানুষদের দুর্দশা দেখেই যাবেন, প্রতি বছর ত্রাণ বন্টনে দলীয় পক্ষপাতের অভিযোগ উঠবে, শয়ে শয়ে মানুষ গৃহহারা হয়ে মারা যাবে, নিখোঁজ হবে। তারপর একদিন বন্যার জল শুকবে, শুকবে নেতাদের বন্যা সম্পর্কিত নানান চিন্তা ভাবনা ও ব্যস্ততা। কিন্তু শুকবে না সর্বহারা হতভাগ্য মানুষদের চোখের জল। কারণ ত্রাণমন্ত্রী সত্যরঞ্জন মাহাতো সম্প্রতি রঘুনাথগঞ্জ-২নং ব্লকে বন্যা পরিদর্শনকালে জলে ডোবা এলাকাগুলিকে 'নো ম্যানস্ ল্যাণ্ড' বলে আখ্যা দেন। কিন্তু ঐ সব জায়গাতে কি করে সরকারী অফিস বা পঞ্চায়েত গড়ে উঠল আমাদের প্রতিবেদক প্রশ্ন করায় ত্রাণমন্ত্রী শুধু মুচকি হেসেছেন। এছাড়া মুর্শিদাবাদে ফি বছর এমন ভয়াবহ বন্যা প্রতিরোধে কোন স্থায়ী এবং দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা সরকার গ্রহণ করার কথা চিন্তা করছেন কিনা প্রশ্ন করলে সত্যরঞ্জনবাবু সে কথা রাইটার্সে পৌঁছে দেবার দায়ীত্বটুকু নিয়েই জেলা ত্যাগ করেন। বাস্তবে দেখা যায় বছর বছর নির্বাচনে কয়েক হাজার কোটি টাকা খরচ হয়ে গেলেও এই চিরদুর্গতদের জন্য সরকারের কোন ইতিবাচক চিন্তা-ভাবনা থাকে না। বরং প্রতি বছর বন্যায় সরকারের ক্ষতি হচ্ছে কোটি কোটি টাকা, নেতারা মানুষের সেবা করবার জন্য পাচ্ছেন একটা মওকা, আর ঠিকাদাররা মহানন্দে কাজে নেমে পড়ছেন। স্থায়ী সমাধানের কথা কেউ বলছেন না। অন্যদিকে বন্যাত্রাণের শেষ খবর পর্যন্ত জানা যায়, জীবনবীমা কর্পোরেশনের (রঘুনাথগঞ্জ শাখা) রঘুনাথগঞ্জ-২নং ব্লকের সেকেন্দ্রায় গত ১০ সেপ্টেম্বর বন্যার্তদের মধ্যে চিড়ে, গুড়, ওষুধপত্র সরবরাহ করেন। এছাড়া কিছু ত্রিপল ও ব্লিচিং পাউডারও তাঁরা বিলি করবেন বলে জানান। জঙ্গিপুর পুরসভার তরফ থেকে রঘুনাথগঞ্জ-২নং ব্লকের বিভিন্ন পঞ্চায়েতে ৩০ হাজার হ্যালোজেন ট্যাবলেট ও ছয় ড্রাম ব্লিচিং পাউডার সরবরাহ করা হয় বলে পুরপতি মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য জানান। তিনি আরও জানান যে সব মানুষের ঘরবাড়ী সম্পূর্ণ ভেঙ্গে পড়েছে তাঁরা সরকার থেকে ঘর তৈরীর জন্য দু' হাজার ও যাঁদের ঘরবাড়ী আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাঁরা এক হাজার টাকা করে সাহায্য পাবেন। নবগ্রামের বিধায়ক অধীররঞ্জন চৌধুরী গত ১১ সেপ্টেম্বর থেকে নয়দিন যাবৎ রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের নবাব জায়গীর মোড়ে লঙ্গরখানা খুলে বন্যার্তদের খিচুড়ি সরবরাহ করেন ও কিছু বস্ত্র দেন বলে জানা যায়। গত ১৫ সেপ্টেম্বর এসডিও রিক্রিয়েশন ক্লাবের তরফ থেকে বন্যার্তদের দুধ ও পাউরুটি বিতরণ করা হয়। বিভিন্ন জায়গার জল নেমে গেলেও বাড়ীঘরের অবস্থা বসবাসের উপযোগী না হওয়ায় বহু মানুষকে কালীপুজো পর্যন্ত ত্রাণ শিবিরেই থাকতে হবে বলে মহকুমা প্রশাসন জানান। অরঙ্গাবাদে বিড়ি মার্চেন্ট অফিসের দোতলা ও তিনতলায় (৩য় পৃষ্ঠায়)

ডাক বিভাগের গাফিলতিতে রেজিষ্ট্রি চিঠিও বেপাত্তা

স্থানীয় সংবাদদাতা : ডাক বিভাগের কর্ম-নৈপুণ্যে সাধারণ চিঠির নিরাপত্তা অনেকদিন আগেই লোপাট হয়েছে। বর্তমানে রেজিষ্ট্রি চিঠিরও কোনো নিরাপত্তা নেই। সাগরদীঘির অন্তর্গত মোরগ্রামের মিতা মুখার্জী গত ২৫ জুন, '৯৮ একটি জরুরী চিঠি এডি দিয়ে বর্ধমানে রেজিষ্ট্রি করেন। ১০ জুলাই এডি কার্ড ফেরৎ পেয়ে তিনি দেখেন চিঠি চলে গেছে কলকাতার ওভারল্যাণ্ড (শেষ পৃষ্ঠায়)

স্বামীর আত্মহত্যার খবর পেয়ে স্ত্রীও আত্মহত্যা করলেন

জঙ্গিপুর : রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের জোতকমল গ্রামের 'দাস পোলট্রি ফার্ম' এর মালিক তপন দাস সম্প্রতি বহরমপুর সঞ্জয় হোটেলে আত্মহত্যা করেন। স্বামীর শোকে তপনের স্ত্রী বন্দনাও দুটি শিশু সন্তান রেখে সাতদিনের মাথায় গায়ে আগুন লাগিয়ে মারা গেলেন। এই প্রসঙ্গে জানা যায় তপন তাঁর পরিচিত কয়েকজনকে চিঠি দিয়ে জানান—বহরমপুরের বাবু সাহার কাছে আমি (শেষ পৃষ্ঠায়)

প্রাক্তন কংগ্রেস প্রধান খুন

নিজস্ব সংবাদদাতা, সাগরদীঘি: ভাগীরথী নদীর খেয়া পারাপারের ইজারা সংক্রান্ত বিরোধে লালগোলা থানার রাজারামপুর হাইস্কুলের শিক্ষক কাবিলপুরের প্রাক্তন কংগ্রেস প্রধান মনিরুদ্দিন সেখ গত ১৬ সেপ্টেম্বর বিকালে রাজারামপুর ঘাটের কাছে ভিডিও হলের সামনে একদল দুষ্কৃতির হাতে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। তাঁর গলায় বুকে পেটে ছুরিকাঘাত করা হয়। (শেষ পৃষ্ঠায়)

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পারাবার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার ।।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ৬৬২০৫

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৬ই আশ্বিন বুধবার, ১৪০৫ সাল।

।। বন্যা ও মহাপূজা ।।

এই বৎসর পশ্চিমবঙ্গের বন্যা জাতীয় বিপর্যয় হিসাবে গণ্য হইবে, সন্দেহ নাই। বিহার, অসম, উত্তরপ্রদেশ এবং সম্প্রতি গুজরাট ও মহারাষ্ট্র বন্যা কবলিত হইয়াছে। প্রাণহানি ও সম্পদহানি যথেষ্ট পরিমাণে হইয়াছে। বিধ্বংসী বন্যায় পশ্চিমবঙ্গে যে ব্যাপক ও বিশাল ক্ষয়ক্ষতি হইয়াছে, তাহার হিসাব-নিকাশ করিবার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছে। কীভাবে ক্ষতির পূরণ হইবে, তাহা ভাবিবার বিষয়। গ্রামাঞ্চলে বহু মাটির বাড়ী নিশ্চিহ্ন হইয়াছে; ক্ষেতের ধানচারা জলের তলায় থাকিয়া পচিয়া গিয়াছে। পুনরায় রোপণকার্য করিবার উপায় ও সময় নাই। জাতীয় সড়ক ও রেলপথের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে। এখন বন্যার জল ক্রমশঃ নামিয়া যাইতেছে; তবে বন্যার্তদের মধ্যে নানা রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটিতেছে। স্বাভাবিক জীবনযাত্রা নির্বাহের পথে যে অন্তরায়ের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা দুরীকরণের আশু ব্যবস্থা হওয়া খুবই প্রয়োজন। বন্যার কারণে বিভিন্ন সব্‌জির মূল্য গগনস্পর্শী হইয়াছে। জঙ্গিপুর মহকুমার বিভিন্ন অঞ্চলে বন্যার তাণ্ডবে মানুষ জেরবার হইয়াছেন। উত্তরবঙ্গে চরম অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে।

এই পরিস্থিতিতে মহাপূজা আসন্ন। দুর্গোৎসবই পশ্চিমবঙ্গের শ্রেষ্ঠ উৎসব। ধনী-নির্ধন নির্বিশেষে পূজার কয়েকটি দিন সকলেই আনন্দে কাটাইবেন, এই আশা লইয়া থাকেন। যাঁহার যেটুকু আর্থিক সাধ্য, তাহা দিয়াই প্রত্যেকে নিজ পরিবারে উৎসবের আয়োজন করিয়া থাকেন। সারা বৎসরের দৈন্য-দারিদ্র্য পূজার কয়দিন কেহ মনে রাখেন না। প্রাচুর্য ও বিলাসের মধ্য দিয়া ধনী যেমন মহাপূজায় মাতিয়া উঠেন, কম সঙ্গতিপন্ন মানুষও তাঁহার সীমিত ক্ষমতায় প্রিয়-পরিজনদের মুখে একটু হাসি ফুটাইবার ব্যবস্থা করিতে তেমনি সচেষ্ট হন।

কিন্তু বন্যায় প্লাবিত অঞ্চলের মানুষদের সে আনন্দলাভের অবকাশ কোথায়? খাদ্য, আশ্রয়, আচ্ছাদন, অর্থ, ঔষধ যাঁহাদের একান্ত প্রয়োজন, উৎসবের আনন্দলাভের প্রশ্ন সেখানে অর্থহীন। এই রাজ্যের যে সব জায়গায় বন্যার তাণ্ডব পৌঁছায় নাই, সেখানে দুর্গাপূজার ব্যাপক আয়োজন চলিয়াছে। খোদ কলিকাতা মহানগরীর অভিজাত পূজা-সংগঠনগুলি আকর্ষণীয় পূজামণ্ডপ, বৈচিত্র্যময় আলোকসজ্জার প্রস্তুতিতে তৎপর হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া সংবাদে জানা যায়। আলোকসজ্জার মধ্য দিয়া গডজিলা, টাইটানিক, পোখরান-পরমাণু-বিস্ফোরণ, ভারতপাক ছায়াযুদ্ধ, বিধ্বংসী বন্যা ইত্যাদি সাম্প্রতিক বিষয় প্রদর্শিত হইতে পারে। মণ্ডপসজ্জার বাহারও কম হইবে না। ইত্যাকার কাজে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হইবে। রাজ্যে কোথাও চলিতে থাকিবে বন্যাপীড়িতদের পূজার আনন্দ হইতে বঞ্চিত হওয়ার দীর্ঘশ্বাস, কোথাও দেখা যাইবে বিপুল অর্থব্যয়ে পূজায় চমকসৃষ্টির নানা প্রয়াস।

নিয়তির পরিহাস হউক, অথবা বন্যা-নিয়ন্ত্রণের জন্য উপযুক্ত পাক্-পরিকল্পনা ও আন্তরিকতার অভাবই হউক, এই বৎসর মহাপূজার আনন্দযজ্ঞে সকলে সামিল হইতে পারিলেন না। হতভাগ্য বন্যার্তেরা আজ দৈহিক ও মানসিকভাবে কতটা বিপর্যস্ত, তাহা নিশ্চিন্ত নিরাপত্তার ঘেরাটোপের মধ্যে থাকিয়া উপলব্ধি করা যায় না। অন্তরীক্ষ হইতে দৃষ্টিপাত অথবা কাগজে বাক্‌বিন্যাস সমস্যা দূর করিবে না।

জঙ্গীপুরের দুর্গোৎসব সার্বজনীন মহোৎসব

পশুপতি চক্রবর্তী

আমাদের দুর্গাপূজা শুধু হিন্দুর নয়, মিলিত হিন্দু-মুসলমানের। একে যে অপরের কাছে কত অপরিহার্য্য তা জঙ্গীপুরের দুর্গোৎসব না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না।

বারুইপাড়া দুর্গা মণ্ডপে শ্রদ্ধেয় মুসলমান চারণ কবি অন্ধ গুনু কানার গান। বাবু ৺সুরেন্দ্রনারায়ণ সিংহের (সুরীবাবু) মন্দিরের দরজায় ইয়াকুব যন্ত্রীর সানাই বাদন, জোতকমল কোদাথাকীর ভোগের আতপ মুসলমান রমণীদের উপবাসী থেকে তৈরী করা, গদাইপুরের পেটকাটির মুসলমানদের নৌকায় চেপে বাইচ্ করা—এসব গল্প নয়, বয়স্করা দেখেছেন।

আজও আমরা যারা একটু লক্ষ্য রাখি তারা দেখি, মুসলমান মেয়েরা সেজে গুজে, রাতে প্রতি মণ্ডপে মণ্ডপে ঘুরে প্রতিমা দেখেন। 'হিন্দু না মুসলিম জিজ্ঞাসে কোন জন?' ছোটদের তো কথায় নাই। দিন-রাত্রিই দল বেঁধে ঘুরছে। আমরা দেখি বিজয়া দশমীর সারা রাত্রিব্যাপী ঐতিহ্য-মণ্ডিত প্রতিমা ভাসানের মেলা জঙ্গীপুর সদরঘাটে নদীর পারে বসে। ভাগীরথীর পার ভাঙ্গায় যার সংকীর্ণতা এসেছে। যে মেলা উঠিয়ে দেবার একটা গোপন প্রচেষ্টা প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রতি বৎসরই হয়। দেখা যায় সেই মেলায় বাইচ এর জন্য নৌকা আনে অধিকাংশ মুসলমান মাঝি। যাদের বাড়ি আহিরণ, কানুপুর, খিদিরপুর ওলান, আলমপুর, সরলা বসন্তপুর।

আহিরণের বাবুরা, রঘুনাথগঞ্জের প্রয়াত যোগেন সাহা ভাইরা, রঘুনাথগঞ্জের জমিদার-বাবুরা 'পানসী' নামাতেন। বারো, ষোল, আঠারো দাঁড়ের। পানসী প্রতিযোগিতা দর্শনীয় ছিল। আর স্থানীয়ভাবে মেলা ফেরতদের ঘাড়ে আখ, হাতে পাঁপড় ভাজা নিয়ে যে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা ফিরে যায় তারা কিন্তু বেশীর ভাগই মুসলমান। যাঁরা পুজোয় বাইরে থেকে এখানে আসেন, তাঁরা অবাক হয়ে যান মহানবমীর রাতে দরজা জানালায় খট্ খট্ আওয়াজ আর ডাক—'মাসীমা ও মাসীমা গণেশ লিবা' কাকীমা 'সিদুর লিবা।' যদি ওধার থেকে আওয়াজ এলো 'একটা রেখে যা' তাহলে এপাশের আওয়াজ 'গণেশ রাখলাম।' কিংবা 'সিদুর রাখলাম।' 'আমার নাম সফিকুল বাপের নাম মাজেদ।' কিংবা 'আমার নাম মেহেরা বাড়ি রহমানপুর' এর মধ্যেই পরিচয় থেকে গেল।

দশমীর সাইতের পূজা এই গণেশেই হবে। এই সিদুরই সপরিবারে কৈলাস-গামিনীর চরণে ছুঁইয়ে হিন্দু রমণীর সতীত্বের সাক্ষ্য বহন করবে। দশমীর দিনে ওরা বাড়ি বাড়ি আসে গণেশ সিদুরের দাম নিতে। সাথে মুড়ি, মুড়কী, নাড়ু খাবার যার ঘরে যা হয় নিয়ে যায়।

যখন দেশের বিভিন্ন প্রান্তে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছে, অবিভক্ত বাংলায় খুনোখুনি চলছে, অযোধ্যা ভাঙ্গার পর মণ্ডপে মণ্ডপে 'ইঁট' পুজো করে এক সম্প্রদায়কে কোণ ঠাঁসা করার চেষ্টা চলছে তখনও জঙ্গীপুরে দুর্গোৎসব হয়েছে। মহানবমীর রাত্রে গণেশ সিন্দুর সরবরাহে বিঘ্ন ঘটেনি। দশমীতে সদরঘাটের মেলায় বেশী রাতে পানীয়ের প্রভাবে অপ্রকৃতিস্থর সংখ্যা অস্বাভাবিকভাবে বেড়েছে, তিক্ততার সৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে কোনরকম অশান্তি হয়নি। এক কথায় জঙ্গীপুরের দুর্গোৎসব সবার প্রিয় শান্তিপ্রিয় সার্বজনীন মহোৎসব।

কার্ডস ফেয়ার

এখানে সবরকমের কার্ড পাওয়া যায়।

রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

বন্যাত্রাণে এন টি পি সির উদ্যোগ

ফরাক্কা : মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলার বন্যা পীড়িতদের মধ্যে ফরাক্কা এনটিপিসি বিভিন্ন ত্রাণসামগ্রী পৌঁছে দেয়। ফরাক্কা ও কালিয়াচক ৩নং ব্লকের মানুষদের কাছে এনটিপিসি প্রচুর ত্রিপল, শুকনো খাবার ও পানীয় জল সরবরাহ করে। ত্রাণকার্যে সংস্থার বিভিন্ন কর্মচারী ও কর্তৃপক্ষ একযোগে উদ্যোগ নেন। এছাড়া কর্মচারীরা তাঁদের বেতনের একটি অংশও ত্রাণকার্যে দান করেন বলে জানা যায়। কর্মচারীদের বিভিন্ন সংগঠন ছাড়াও এনটিপিসির কল্যাণ শাখা যেমন এমপ্লয়ীজ ওয়েলফেয়ার এ্যাসোসিয়েশন, উদিতা লেডিস্ ক্লাব, গঙ্গোত্রী ক্লাব এবং টাউনশীপের বিভিন্ন স্কুল ত্রাণকার্যে সামিল হয়। বিদ্যুৎ কেন্দ্রের টাউনশীপের আশেপাশে বানভাসি বহু মানুষকে আশ্রয় দেওয়া হয়। স্থানীয় প্রশাসনকেও ত্রাণ কাজে সাধ্যমতো সহায়তা করা হয় কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে

হর্ষবর্দ্ধন

—শ্রীবাতুল

বর্তমানে সরষের তেল-সঙ্কট সম্বন্ধে আপনার মতামত ? — প্রশ্ন।

—তেলে বিষাক্ত ভেজাল, জনগণ নাজেহাল ; /কেনা-বেচা বন্ধ, মনে জাগে সন্দ। 'তেল দেওয়া'র অক্ষমতায় কী আর বলি ?

* *

ওসামা বিন ল্যাডেন মার্কিন দুনিয়ার ঘুম কেড়েছেন বলে খবর।

— কারণ এই বিশ্ব-সন্ত্রাসবাদী ল্যাডেন উইথ ড্রেডফুল এক্স-প্লোসিভ্স্ হ্যাজ্ বিন আ টেরর্ টু দ্য ম্যারিক্যানস্।

* *

পশ্চিমবঙ্গ ভয়াবহ বন্যা-কবলিত। —সংবাদ।

—কীসে কবলিত নয় ? বন্যার করাল গ্রাস, ভূমিধসে সর্বনাশ। বাঁকুড়া পুরুলিয়ায় খরা, চালে ইউরিক এ্যাসিড পড়েছে যে ধরা। বিষাক্ত ভেজাল তেল খেয়ে শোথ রোগ, নকল ওষুধ আনে কত দুর্ভাগ পর পর ডাকাতি চলেছে বেড়ে, খুন-সন্ত্রাস ঘুম নিয়েছে কেড়ে।

* *

সরকারী-আধা সরকারী কর্মচারীদের চাকরির মেয়াদ আরও দু'বছর বাড়ানো হয়েছে।

—তাহলে মানুষের গড়-পড়তা আয়ু নিশ্চয়ই বেড়েছে আর বেকারের সংখ্যা অবশ্যই কমেছে।

* *

'মেয়াদ-উত্তীর্ণ ওষুধের লেবেল পাল্টাচ্ছে চক্র।' —সংবাদের হেডিং।

—মানুষের 'এক্সপায়ারির ডেট' কে ত্বরান্বিত করে জনবিস্ফোরণ রোধের নয়া ব্যবস্থা আর কি !

দীর্ঘ মেয়াদী কোন পরিকল্পনার ঘোষণা নেই

(১ম পৃষ্ঠার পর)

প্রায় ৪৫০ বন্যার্ত এখনও আছেন। বেশির ভাগ জায়গাতেই জল কমার পর কুকুর, বিড়াল, গবাদিপশু মরে পচা দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। ব্লিচিং ছড়ানো হলেও তা প্রয়োজনের তুলনায় কম বলে মানুষের অভিযোগ। এলাকার স্কুলগুলিতেও ত্রাণশিবির চলছে। যে সব মানুষ বাড়ী ফিরছে প্রশাসন থেকে তাঁদের একটা করে ত্রিপল দেওয়া হচ্ছে। পতাকা বিড়ি কোম্পানী মালদা ও মুর্শিদাবাদে ৩৫ থেকে ৪০ হাজার ত্রিপল ও শুকনো খাবার বিলি ছাড়াও বন্যার্তদের জন্য কয়েকটি লঙ্গরখানা খোলেন। কোম্পানীর তরফে রেজাউল করিম জানান তিন ট্রাক ব্লিচিং পাউডার তাঁরা দিল্লী থেকে আনিয়েছেন। কোম্পানীর লোক দিয়ে বন্যা কবলিত বিভিন্ন এলাকায় পৌঁছে দেবার ব্যবস্থাও নিচ্ছেন। জাতীয় সড়ক জুড়ে এখনও মানুষের ভিড়। রঘুনাথগঞ্জ-২নং ব্লকে ঘুমন্ত অবস্থায় দুটি শিশু খাট থেকে জলে পড়ে মারা যায় বলে জানা যায়। সুতী—২নং ব্লকের দেবীপুরে মহঃ আবু বাক্কার (৭২) ঘুমের মধ্যে জলে পড়ে মারা যান। ধুলিয়ান শহরে ড্রেন ঠিকমতো পরিষ্কার না হওয়ায় সারা শহরে পচা দর্গন্ধ। পৌরসভার মতে এ ব্যাপারে রাস্তা ঘিরে বসে থাকা বিভিন্ন ব্যবসায়ী সহযোগিতা না করার জন্যই শহরের এমন অবস্থা। তবে এ ব্যাপারে পৌরসভারও কিছু গাফিলতি আছে বলে প্রাক্তন পুরপতি সফর আলী অভিযোগ করেন। মহকুমা প্রশাসন জানান, বন্যায় সামগ্রিক জান, ফসল ও ঘরবাড়ী ক্ষয়ক্ষতির হিসাব ব্লক থেকে আসেনি। সে ব্যাপারে মহকুমা জু'ড সার্ভে চলছে। মহকুমা ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ডাক্তাররা ছাড়াও কলকাতা থেকে ১৫ জন ডাক্তার মহকুমায় চিকিৎসা কাজে এসেছেন, সরকারী হিসাব অনুযায়ী এ পর্যন্ত ১০০ ব্যাগ ব্লিচিং ও ২ লক্ষ হ্যালোজেন ট্যাবলেট বিলি করা হয়েছে। মোট ১০,৭০০ ত্রিপল বিলি হয়েছে। মৃতের সংখ্যা এ পর্যন্ত ২৮ হলেও বেসরকারীভাবে তা ৫০ ছাড়িয়ে গেছে। জলে ভেসে, সাপের কামড়ে, দেওয়াল চাপা পড়ে ঐ সব মৃত্যু হয়েছে। মহকুমা শাসক ও সমস্ত ব্লক অফিসের কর্মীদের পুজোর ছুটিও বাতিল করা হয়েছে।

ETDC

(A unit of Govt. of West Bengal)

Stands for Quality & Reliability

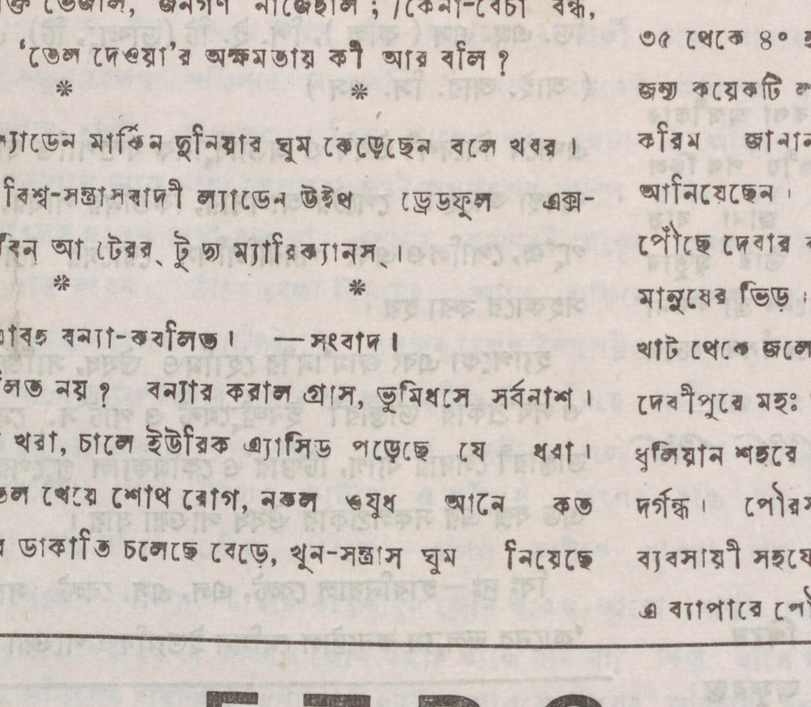

ই, টি, ডি, সি'র কমপিউটারের সাহায্যপুষ্ট নকশা প্রস্তুত কেন্দ্র (ক্যাড সেন্টার) বাংলার ঐতিহ্যবাহী তাঁতশিল্পের জন্য সুলভে আধুনিক নকশা সরবরাহ করছে।

নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে

শারদীয়

জঙ্গিপুর সংবাদ

প্রকাশ হলো। দাম-১৫ টাকা

বিজেপি-র আইন অমান্য

রঘুনাথগঞ্জ : গত ৮ সেপ্টেম্বর জঙ্গীপুর মহকুমা শাসকের দপ্তরে কয়েক দফা দাবীতে বিজেপি মুর্শিদাবাদ জেলার ডাকে আইন অমান্য ও বিক্ষোভের কর্মসূচী নেয়। দাবীগুলির মধ্যে ছিল বন্যাত্রাণের সমস্ত কিছুর সরবরাহ স্বাভাবিক রাখা, অনুপ্রবেশ বন্ধে প্রশাসনের নীরবতা ভাঙ্গা, নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য বস্তুর অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি রোধ করা এবং সিপিএমের সন্ত্রাস বন্ধের ইস্যু। ঐ বিক্ষোভ কর্মসূচীতে বিজেপির প্রদেশ, জেলা ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। মহকুমা জুড়ে বন্যার তাণ্ডব চলায় লোক সমাগম তুলনামূলকভাবে কম ছিল।

বিদেশী জিনিষের দোকানে বিএসএফের হামলা

স্থানীয় প্রতিনিধি : গত ২৯ আগষ্ট বিকেলে রঘুনাথগঞ্জে ছায়াবাণী সিনেমা হলের কাছে বিদেশী জিনিষের তিনটি দোকান থেকে সিজার-লিষ্ট ছাড়াই প্রায় ২ লাখ টাকার জিনিষ তুলে নিয়ে যায় বিএসএফের একদল জওয়ান। দোকানদার আকবর সেখ, খাজা সেখ এবং এসফাক আলি সিজারলিষ্ট চাইলে তাঁদের মারধোর করা হয় বলে অভিযোগ। মূলতঃ সীমান্তের ২০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এ অঞ্চল থেকে বিএসএফ কোনো জিনিষ আটক করতে পারে না। এ কাজ কাষ্টমস্ বিভাগের। তবুও এ ধরনের অতর্কিত হানায় দিশেহারা স্থানীয় ব্যবসায়ীমহল।

স্ত্রীও আত্মহত্যা করলেন (১ম পৃষ্ঠার পর)

দু' লক্ষ টাকা পায়। কিন্তু বর্ত্তমানে বাবু সাহা টাকার কথা অস্বীকার করছে। তাই এই পরিস্থিতিতে আমার মৃত্যু ছাড়া দ্বিতীয় পথ ছিল না। আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী না। অন্য সূত্রে জানা যায় তপন দাসও বিভিন্ন জায়গায় প্রচুর টাকা দেনা করেন। তাঁর মৃত্যুর এটাও একটা কারণ। স্বামীর মৃত্যু সংবাদ পেয়ে তপনের স্ত্রী বন্দনা দিশেহারা হয়ে জোতকমলে বাড়ীর বাতরুমে গায়ে কেরোসিন ঢেলে তিনিও অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা যান।

রেজিষ্ট্রী চিঠিও বেপাত্তা (১ম পৃষ্ঠার পর)

অফিসে। স্থানীয় পোষ্টমাষ্টার কোনো সদুত্তর না দিতে পারায় তিনি বহরমপুরে ডাক বিভাগের অধিকর্ত্তাকে ৪ আগষ্ট চিঠি দেন। এর কোনো জবাব এখনও আসেনি। এদিকে প্রথম চিঠির একটি কপি পরবর্তীতে মিতাদেবী বর্ধমানে পাঠালেও নির্দিষ্ট সময় অতিক্রম হয়ে যাওয়ায় তাঁর আবেদন নাকচ হয়ে যায়। ডাক বিভাগের অবহেলায় বর্ত্তমানে এরকম হেনস্থা অনেককেই হতে হচ্ছে।

প্রাক্তন কংগ্রেস প্রধান খুন (১ম পৃষ্ঠার পর)

স্থানীয় লোকজনের বক্তব্য ঘাটের বর্ত্তমান ইজারা নেন মনিরুদ্দিন। এতে লালগোলা থানার এক বর্ষীয়ান ব্যক্তি ঘাট না পাওয়ায় বিরোধ সৃষ্টি হয়। যার পরিণতি এই হত্যা।

আপনাদের সেবায় দীর্ঘ পনের বছর যাবৎ নিয়োজিত

অন্নপূর্ণা হোমিও ক্লিনিক

রঘুনাথগঞ্জ ★ ফুলতলা ★ মুর্শিদাবাদ

(সবজী বাজারের বিপরীত দিকে)

প্রোঃ প্রখ্যাত হোমিও চিকিৎসক—ডাঃ সাহা

ডি. এম. এস (কলি), পি. ই. টি (ডাব্লু, টি), এফ. ডাব্লু. টি (আই. আর. সি. এস)

এখানে বিদেশী ঔষধ ও অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি দ্বারা সুচিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। পেটের আলসার, কিডনির পাথর, বন্ধ্যা, কানের পুঁজ, পোলিও এবং প্যারালিসিস রোগের চিকিৎসা গ্যারান্টি সহকারে করা হয়।

হ্যাপকো এবং জার্মানীর হোমিও ঔষধ, সার্জিক্যাল, ডেন্টাল ও সর্বপ্রকার ডাক্তারী ইনষ্ট্রুমেন্ট ও পার্টস, মেডিক্যাল পুস্তক. ডাক্তারী লেদার ব্যাগ, টিণ্চার ও কেমিক্যাল গ্রুপের ঔষধ, ফার্ষ্ট এড বক্স-এর সকলপ্রকার ঔষধ পাওয়া যায়।

বিঃ দ্রঃ—হারনিয়াল বেল্ট, এল, এস, বেল্ট. সারভাইক্যাল কলার 'কানের ভলুম কনট্রোল মেসিন ইত্যাদিও পাওয়া যায়।

সকলকে অভিনন্দন জানাই—

রঘুনাথগঞ্জ ব্লক নং-১

রেশম শিল্পী সমবায় সমিতি লিঃ

(হ্যাণ্ডলুম ডেভেলপমেণ্ট সেন্টার)

রেজিঃ নং—২০ ✶ তারিখ—২১-২-৮০

গ্রাম মির্জাপুর ।। পোঃ গনকর ।। জেলা মুর্শিদাবাদ

ফোন নং—৬২০২৭

ঐতিহ্যমণ্ডিত সিল্ক, গরদ, কোরিয়াল জামদানী জাকার্ড, সার্টিং থান ও কাঁথাষ্টিচ শাড়ী, প্রিণ্ট শাড়ী সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

বিশেষ সরকারী ছাড় ১০%

✪ সততাই আমাদের মূলধন ✪

জয়ন্ত বাঘিড়া সভাপতি | ধনঞ্জয় কাদিয়া ম্যানেজার | অচিন্ত্য মনিয়া সম্পাদক

আর কোথাও না গিয়ে আমাদের এখানে অফুরন্ত সমস্ত রকম সিল্ক শাড়ী, কাঁথা ষ্টিচ করার জন্য তসর থান, কোরিয়াল, জামদানী জোড়, পাঞ্জাবীর কাপড়, মুর্শিদাবাদ পিওর সিল্কের প্রিণ্টেড শাড়ীর নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

উচ্চ মান ও ন্যায্য মূল্যের জন্য পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বাঘিড়া ননী এণ্ড সন্স

মির্জাপুর ।। গনকর

ফোন নং : গনকর ৬২০২৯

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন ৭৪২২২৫ হইতে সত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।